SEM 4

Amita Ghoshal

PIONEER® Page: 2 Date: / /

'বনলতা সেন' কাব্য : জীবনানন্দের মেধাবী বেদনা।

"গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল-চ্ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার;
তাকিয়ে দেখলাম পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্ধেক ছায়া
গুটিয়ে নিয়েছে যেন
কীর্তিনাশার দিকে।" ['অন্ধকার' - জীবনানন্দ দাশ]

এ 'পাণ্ডুর চাঁদ' ঠিক যেন জাতিস্মর পুরুষ। আর্কেটাইপ ছুঁয়ে ছুঁয়ে তাঁর হাঁটা — অণু থেকে অনন্তে, অপরিণামদর্শীও কখনও কখনও হয়ে ওঠেন বৈপ্লবিক প্রতিক্রমের সংগঠক, পথিকটি এখানে জীবনানন্দ দাশ, আর তাঁর অনিকেত বিপ্লবের মানচিত্র 'বনলতা সেন' কাব্য।

ইয়েটস্-এর 'Crossways' কিংবা 'The Wind Among the Reeds'-এর বিভাব হয়তো জীবনানন্দকে একাপ্রেমনিষ্ঠ হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছিল। কিন্তু 'বনলতা সেন' কাব্যের প্রতিসরণী মাপতে গেলে শব্দের অর্থে) বিভিন্ন সমান্তরী মেলে, সেজন্যেই তাঁর 'নির্জনতম' অভিধা জুটলো! তবু বিপদ খুঁড়তে গিয়ে 'Serenity' মেলে, প্রেমকে খুঁজতে গিয়ে মেলে মনোজাগতিক আর্তনাদ। যেমন, 'দুজন' কবিতায় রয়েছে —

"প্রেমিকের মনে হল: এই নারী-অপরূপ-খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে;
যেখানে রব না আমি, রবে না মাধুরী এই, রবে না হতাশা,
কুয়াশা রবে না আর — জনিত বাসনা নিজে — বাসনার মতো ভালোবাসা
খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ইপ্সিতেরে তার।"

অস্তিত্ব বড়ো বিজন! আর তাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন 'বনলতা সেন' কাব্যের 'Chain-syllogism'-এ, আর শব্দের চুম্বনে কেঁপে উঠতে থাকে সহৃদয় পাঠক।

→

আত্মবিম্ব
↓
প্রত্যক্ষণী
দ্বারা নির্মিত
মননবিম্ব
↓
কল্পনাসম্ভূত
ভাববিম্ব
↓
আত্মজর্জরিত
শরীরবিম্ব
↓
নিত্যসাড়মান
যোর্বিবিম্ব
↓
বিরোধাভাসের
স্বপ্নবিম্ব

→ জীবনানন্দীয় প্রতীক-বিম্বের বিবর্তন → বনলতা সেনের পরাপ্রাকৃত সর্বাধীন চৈতন্য / চেতনা-বিম্ব

এখানে কবিতার ক্লাসিক চিত্রগুলিকে কখনও কখনও আভাসবাদী সিম্বলিস্ট বলে ভ্রম হয়। কোথাও পুরোনো দেশী কারুকলা দেখাতে গিয়ে কিন্তু অনিশ্চিতকরণের ছাঁদ আসেনি, এসেছে সমস্ত কল্পনা, নিশাচর স্বপ্ন যা প্রত্যয়ী মননের মধ্যেই আচ্ছন্ন। কবি মনের 'allusion' এর ব্যাপক বুনে চলে ইন্দ্রিয়চৈতন্য এক একটি আদিকল্প। যেমন 'সুরঞ্জনা' কবিতায় রয়েছে—

" সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো;
পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন;
কালো চোখ মেলে ওই নীলিমা দেখেছ;

Scanned by CamScanner

গ্রীক-হিন্দু - ফিনিশিয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন
শুনেছে ফেনিল শব্দে তিলোত্তমা - নগরীর গায়ে
কী চেয়েছে ? কী পেয়েছে? — গিয়েছে হারায়ে।"

নদীর কান্না আর নারীর কান্না যখন ওতপ্রোত মিশে প্রেমিকের চোখে চোখ রেখে দাঁড়ায়, তখন ঠিক কী ঘটে। জীবনানন্দের কবিতা তখন ইকোলজির নন্দনতত্ত্বে মাথা খুঁড়ে মরে। পৃথিবী বিমুগ্ধ, স্বেচ্ছাচারী তরুণ, প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবী আর বিবেকী সমাজ এঁকে দিয়েছে 'ঔপনিবেশিক সংকেত-সঙ্কলন', বেটোফেনের সিম্ফনির থেকেও যেন অশান্ত শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির প্রস্বর। নিঃশর্ত-শ্রেয়োচেতনায় ভরা 'বনলতা সেন' কবিতায় যেমন কবি পুনর্মিলনার্থ হয়েই ছুঁয়েছেন অনুভূতির নরম প্রকোষ্ঠ সমর্পণতার কেন্দ্র — চুল, মুখ, চোখ আর সেই দৃষ্টি যা অন্ধকারের মধ্যেও বিশ্বাস আবিষ্কার করে। 'কুড়ি বছর পরে' কবিতায় এসেছে চোখের পাতা নামানোর একটি অ-সামান্য অভিব্যক্তি। আসলে মানুষের প্রকাশিত আর অপ্রকাশিত প্রতিটি আচরণেরই অজস্র ব্যঞ্জনা রয়েছে। সেজন্যেই তো অবিরাম ঘটে চলে ঐহিক আর পারমার্থিক সত্যের চিরালাপ।

'বনলতা সেন' কাব্যে কবির আত্মজিজ্ঞাসু ভঙ্গি বার বার এসেছে। গ্রিক নাটকের মতো অন্তর্সংঘাত যেখানে যেমন আবিষ্কার করা যায়, তেমনই পাওয়া যায় যেন 'মাল্যবান' উপন্যাসের (জীবনানন্দ দাশ রচিত) বিপন্ন প্যারাডক্স। পরিশেষে 'বনলতা সেন' কাব্যের বিশেষ পদাবলীকে সাক্ষী রেখে একটি লাইন উদ্ধৃত করা যাক — "স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বলো তো",
['স্বপ্নের ধ্বনিরা']